এসডিজি ইন্ডিকেটর ৮.৮.১ (frequency rates of fatal and non fatal occupational injuries, by sex and migrant status) লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনার কর্মপরিকল্পনা

১। পটভূমিঃ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম সূচক-লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার (৮.৮.১) কমিয়ে আনতে হলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার হ্রাসের বিকল্প নেই। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা এবং পেশাগত সেফটি গাইডলাইন ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার তথা হতাহতের পরিমাণ হ্রাসকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২। উদ্দেশ্যঃ

ক) দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় করে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
খ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মালিক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা তৈরি করা।
গ) সেইফটি কমিটি গঠন ও সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা/সেইফটি নিশ্চিতকরণ।
ঙ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
চ) কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনারোধে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে অন্তর্ভুক্তকরণ ।
ছ) নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৩। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়কালঃ

কর্মপরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে, যা জানুয়ারী, ২০২২ ইং থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০৩০ ইং এ সমাপ্ত হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী (এক বছর) ও মধ্যমেয়াদী (তিন বছর) পরিকল্পনার পাশাপাশি কিছু কার্যক্রম সকল সময়ে চালু থাকবে যা "চলমান" মেয়াদকাল হিসেবে বর্ণিত হবে।

৪। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

এসডিজি ইন্ডিকেটর ৮.৮.১ (frequency rates of fatal and non fatal occupational injuries, by sex and migrant status) লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বয়লার পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, রাজউক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, এফবিসিসিআই, মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা একযোগে কাজ করবে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেক্টরভিত্তিক নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

৫। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের আর্থিক সংস্থানঃ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দের মাধ্যমে মৌলিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার অনুকূলে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম এবং কর্মসূচির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হবে।

৬। এসডিজি ইন্ডিকেটর ৮.৮.১ (frequency rates of fatal and non fatal occupational injuries, by sex and migrant status) লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনার কর্মপরিকল্পনাঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	কৌশল	কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্বপ্রাপ্ত (সংস্থা/কর্মকর্তা	অর্থসংস্থান	সময়সীমা
১.	মালিক ও শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি	নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।	১। সভা, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার আয়োজন করা। ২। শিল্প-কারখানায় দুর্ঘটনা হ্রাস ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন 'সেইফটি সাইন', স্টিকার, পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান। ৩। সেইফটি কমিটি গঠন ও কার্যকর করতে উদ্বুদ্ধকরণ	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	চলমান
		কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রচারণা জোরদারকরণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ।	১।নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের উপায় সম্বলিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শন, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ। ২। প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি ও নিবন্ধ প্রকাশ ও প্রচারণা অব্যাহত রাখা। ৩। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিক/শ্রমিক কর্তৃপক্ষকে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	

			সম্পর্কে পত্রের মাধমে অবহিতকরণ।			
২.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা/ সেমিনার আয়োজন	১। সেক্টরভিত্তিক কারখানা/প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও মালিকদের নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন	দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ে শ্রমিক/মালিককে নিয়ে দূর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন।	১। DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়। ২। সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ।	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	চলমান
		২। বিভিন্ন সেক্টরে দূর্ঘটনার হার কমানোর লক্ষ্যে অংশীজন নিয়ে সেমিনার আয়োজন করা	বিভিন্ন সেক্টরে দূর্ঘটনার হার কমানোর লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা প্রশাসন, সেক্টরভিত্তিক কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও মালিক সংগঠন, সেইফটি কমিটি নিয়ে সেমিনার আয়োজন করা			
		৩।উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১। কার্যালয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ। ২। ফোকাল পয়েন্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন।	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	
৩.	দুর্ঘটনার তথ্য ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ	১। সেক্টর ভিত্তিক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা	বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, এনজিও হতে দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা।	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, NOHSTRI প্রকল্প	MoLE এবং DIFE	১-১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২৪ ইং পর্যন্ত (মধ্যমেয়াদী)
			মালিক কর্তৃক আইন অনুযায়ী DIFE কে নিয়মিত তথ্য প্রদান। (কারখানা/প্রতিষ্ঠান থেকে ২৭, ২৭(ক) নংফরম অনুযায়ী)।	মালিক/শ্রমিক/ সংগঠন এবং DIFE	প্রযোজ্য নয়	চলমান
			মালিক কর্তৃপক্ষ হতে নিয়মিত তথ্য গ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ।	DIFE এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়	

Tam

			লিমায় Accident Reporting System অন্তর্ভূক্তকরণ।	GIZ এবং DIFE এর দায়িত্বপ্রাপ্ত লিমা সাপোর্ট টিম	GIZ এবং DIFE	১-১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২২ ইং পর্যন্ত (স্বল্পমেয়াদী)
			তদন্তের মাধ্যমে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন ও অংশীজনদের অবহিতকরণ	DIFE প্রধান কার্যালয়ের সেফটি শাখাসহ সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়	চলমান
		২। দুর্ঘটনার সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণা	সংগৃহীত তথ্য যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্ঘটনা হ্রাস করার লক্ষ্য (Target) নির্ধারণপূর্বক তদানুযায়ী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	প্রধান কার্যালয়, সেফটি শাখা, DIFE	প্রযোজ্য নয়	চলমান
			দুর্ঘটনার সেক্টরভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ, ধরণ ও প্রকৃতি নির্ধারণে NOHSTRI দ্বারা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।	NOHSTRI	DIFE এবং NOHSTRI	১-১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২৪ ইং পর্যন্ত (মধ্যমেয়াদী)
৪।	3E (Engineering, Enforcement, Education) বাস্তবায়ন	১। Engineering: কারখানা/ প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি হ্রাসকল্পে বিদ্যমান প্রকৌশলগত পদ্ধতিসমূহের আধুনিকায়ণ	কারখানা/প্রতিষ্ঠানে ফায়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল, স্ট্রাকচারাল, কেমিক্যাল ও মেশিনারী সেইফটি নিশ্চিতকরণে বিপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরুপণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে কারখানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান।	সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ	১-১-২০২২ হতে ইং ৩১-১২-২০৩০ ইং পর্যন্ত (দীর্ঘমেয়াদী)
			মালিক/কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো সময় কারখানার ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক তা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ	সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ	

		২। Enforcement: বিদ্যমান বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন	১। দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে গৃহীত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আইন সংশোধন। ২। দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে শ্রম আইনের ৫ম তফসিলে বর্ণিত দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মানসম্মত পর্যায়ে বৃদ্ধির জন্য আইন সংশোধন। ৩। অতি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় শ্রম আইনের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নে মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান। ৪। আইন ও বিধি সংশোধনপূর্বক প্রতিটি কারখানায় যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত সেইফটি অফিসার/OSH অফিসার নিয়োগের বিধান করা।	DIFE এবং MoLE	DIFE এবং MoLE	১-১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২৪ ইং পর্যন্ত (মধ্যমেয়াদী)
		৩। Education: শিক্ষা কার্যক্রমে কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ও হতাহতের প্রতিরোধ বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভূক্তকরণ	NOHSTRI প্রকল্পের আওতায় কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও তা হতে উদ্ভূত হতাহতের পরিমাণ হ্রাসকল্পে মালিক-শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	DIFE এবং NOHSTRI	NOHSTRI প্রকল্প	১-১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২৪ ইং পর্যন্ত (মধ্যমেয়াদী)
			মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষাস্তরের পাঠ্যবইয়ে 'কর্মক্ষেত্রে হতাহতের হার হ্রাসকল্পে করণীয়'/ 'নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ' বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ।	১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২। কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩। MoLE ৪। DIFE	জিওবি	১-১-২০২২ হতে ইং ৩১-১২-২০৩০ ইং পর্যন্ত (দীর্ঘমেয়াদী)
			কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ও হতাহতের পরিমাণ হ্রাসকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'রিস্ক এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে কোর্স চালু করা	UGC	UGC	

৫।	২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উদযাপন।	র‍্যালি, আলোচনা সভা, বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণাসহ জাতীয়ভাবে উদযাপনে কার্যক্রম গ্রহণ।	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উদযাপনে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত ও দিবস উদযাপনে মালিক-শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	MoLE, DIFE, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, মালিক, শ্রমিক।	MoLE, DIFE এবং বিভিন্ন অংশীজন, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	চলমান
		'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস'কে জাতীয়ভাবে পালিত দিবসসমূহের 'ক' শ্রেণিতে উন্নীতকরণ	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবসকে 'জাতীয়ভাবে পালিত দিবসসমূহের 'ক' শ্রেণিতে উন্নীতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	DIFE এবং MoLE	DIFE এবং MoLE	
৬।	DIFE এর সেফটি শাখায় জনবল বৃদ্ধি	DIFE এর সেফটি সংক্রান্ত কাজসমূহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শূন্যপদ পূরণসহ প্রকৌশলীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে কার্যক্রম গ্রহণ।	DIFE এর কার্যক্রমে প্রকৌশলীদের অপরিহার্যতা বিবেচনা করে অর্গানোগ্রামে প্রকৌশলীদের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধির জন্য সভা আয়োজন করে বাস্তবমূখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	প্রশাসন শাখা, প্রধান কার্যালয়, DIFE এবং MoLE	প্রযোজ্য নয়	১-১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২২ ইং পর্যন্ত (স্বল্পমেয়াদী)

৭। বাস্তবায়নঃ

'এসডিজি ইন্ডিকেটর ৮.৮.১ (frequency rates of fatal and non fatal occupational injuries, by sex and migrant status) লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্নক এবং মারাত্নক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনার কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপরোল্লিখিত ছকের ৫ নং কলামে বর্ণিত হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার তথা কর্মক্ষেত্রে হতাহতের পরিমাণ হ্রাসকল্পে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮। উপসংহারঃ

'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার'। নিরাপদ কর্মপরিবেশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম সূচক কারখানাগুলোতে দুর্ঘটনায় হতাহতের হার কমিয়ে আনা। বাংলাদেশ সরকার কারখানাসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে বদ্ধপরিকর। এজন্য প্রয়োজন সরকার, মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা। প্রণীত কর্মপরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন কর্মক্ষেত্রে হতাহতের হার হ্রাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে এবং শ্রমখাতসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত করবে।

তাম্মিন হক
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)
কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আব্দুল মুমিন
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
আইডি নং-৪০৮, প্রধান কার্যালয়

ফরিদ আহাম্মদ
যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সেফটি)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।